তর্কসংগ্রহ

১। ‘তর্কসংগ্রহ’ পদের অন্তর্গত ‘তর্ক’ শব্দের অর্থ হল ‘পদার্থ’, আর সংগ্রহ শব্দের অন্তর্গত ‘সম্’ এর অর্থ সংক্ষেপে, আর ‘গ্রহ’ এর অর্থ পরিচয় প্রদান। তাহলে ‘তর্কসংগ্রহ’ পদের সম্পূর্ণ অর্থ হল পদার্থ সমূহের সংক্ষেপে পরিচয় প্রদান।
২।তর্কসংগ্রহ ও দীপিকাটীকা গ্রন্থের রচয়িতা হলেন অন্নংভট্ট।
৩। অন্নংভট্ট মোট সাত প্রকার পদার্থ স্বীকার করেন (দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব)।
৪। অন্নংভট্টের মতে গুণ ২৪ প্রকার।
৫। অন্নংভট্টের মতে দ্রব্য ৭ প্রকার।
২৪ প্রকার গুণের মধ্যে বুদ্ধি এক প্রকার অন্যতম গুণ।
৬। বুদ্ধির অপর নাম জ্ঞান/ বোধ / প্রত্যয় / প্রতীতি / মতি / সংবিৎ / উপলব্ধি / ইত্যাদি।
৭। ‘সর্বব্যবহারহেতুঃ গুণঃ বুদ্ধি জ্ঞানম্’ - অর্থাৎ সকল প্রকার ব্যবহারের হেতু যে গুণ যার অপর নাম জ্ঞান, তাকে বুদ্ধি বলে।
৮। সকল ব্যবহার বলতে গ্রহণ, বর্জন ও উপেক্ষা বুদ্ধিকে বোঝায়।
৯। এখানে সর্বব্যবহার বলতে সকল শব্দ ব্যবহারকে বোঝানো হয়েছে।
১০।কালাদিতে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য বুদ্ধির লক্ষণে ‘গুণ’ শব্দটি সন্নিবেশিত হয়েছে।
১১। রূপাদিতে অতিব্যাপ্ত বারণের জন্য লক্ষণে ‘সর্বব্যবহার’ পদটি সন্নিবেশিত হয়েছে।
১২। ‘সর্বব্যবহারহেতু’ ইত্যাদি জ্ঞানের লক্ষণ হলেও নির্বিকল্পক জ্ঞানেতে লক্ষণের অব্যাপ্তি হয়, কারণ নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ জ্ঞান হলেও তা কোন ব্যবহারের হেতু নয়।
১৩। এই দোষ নিবারণকল্পে অন্নংভট্ট দীপিকাতে জ্ঞানের লক্ষণ দেন ‘জ্ঞানত্বমেব লক্ষণম্’ অর্থাৎ জ্ঞানত্বই জ্ঞানের লক্ষণ।
১৪। অন্নংভট্টের মতে এই জ্ঞানত্বকে জানা যায়, আমি জানছি এই অনুব্যবসায়ের দ্বারা।
১৫। ন্যায়মতে জ্ঞান নামক গুণটি আত্মাতে সমবায় সম্বন্ধে থাকে।
১৬। ‘অয়ং ঘটঃ’ (এটি ঘট) এটি ব্যবসায় জ্ঞানের দৃষ্টান্ত।
১৭। ‘ঘটম্ আহম্ জানামি’ (আমি জানি যে এটি একটি ঘট) - এটি অনুব্যবসায়ের দৃষ্টান্ত।
১৮। জ্ঞানত্বই জ্ঞানের উত্তম লক্ষণ, কারণ এই লক্ষণে কোন দোষ নেই।
১৯। বুদ্ধি দু-প্রকার - স্মৃতি ও অনুভব।
২০। অন্নংভট্ট স্মৃতির লক্ষণ তর্কসংগ্রহে দিয়েছেন, ‘সংস্কারমাত্রজন্যং জ্ঞানং স্মৃতি’ অর্থাৎ কেবল সংস্কার থেকে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাই হল স্মৃতি।
২১। সংস্কার তিন প্রকার ঃ বেগ, ভাবনা এবং স্থিতিস্থাপকতা।
২২। ভাবনা নামক সংস্কার থেকে স্মৃতি উৎপন্ন হয়।
২৩। পূর্ব অনুভব হল স্মৃতির কারণ।
২৪। অনুভবের নাশ হলে তার থেকে ভাবনা নামক সংংস্কার উৎপন্ন হয়।
২৫। ভাবনা নামক সংস্কার আত্মার ধর্ম।
২৬। বেগ ও স্থিতিস্থাপকতা ভৌতিক ধর্ম, আত্মার ধর্ম নয়।
২৭। স্মৃতি লক্ষণে ‘জ্ঞান’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে সংস্কার ধ্বংসে অতিব্যাপ্ত বারণের জন্য।
২৮। ‘সংস্কারজন্য’ পদটি স্মৃতির লক্ষণে ব্যবহৃত হয়েছে ঘটাদি প্রত্যক্ষে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য।
২৯। ‘মাত্র’ পদটি ব্যবহৃত হয়েছে প্রত্যভিজ্ঞাতে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য।

৩০। স্মৃতির লক্ষণে ব্যবহৃত ‘মাত্র’ শব্দের যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করলে লক্ষণে অসম্ভব দোষ হয়। (কারণ লক্ষণটি কোন স্মৃতি স্থলে প্রযোজ্য হবে না। যেহেতু স্মৃতি একটি ভাব কার্য। তাই তার সমবায়ী, অসমবায়ী ও নিমিত্ত কারণের প্রয়োজন। কেবল সংস্কাররূপ নিমিত্ত কারণ থেকে স্মৃতি হতে পারে না। তাই স্মৃতির উৎপত্তির জন্য আত্মারূপ সমবায়ী কারণ আত্ম মনঃসংযোগরূপ অসমবায়ী কারণেরও প্রয়োজন)।

৩১। প্রত্যভিজ্ঞা নামক জ্ঞানের উদাহরণ হল ঃ এই সেই দেবদত্ত (সঃ অয়ং দেবদত্তঃ)।

৩২। প্রত্যভিজ্ঞা হল সংস্কার সহকৃত ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান। কিন্তু স্মৃতি কেবল সংস্কারজন্য জ্ঞান।

৩৩। অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে স্মৃতি ভিন্ন জ্ঞানকে অনুভব বলেছেন।

৩৪। অনুভব দু-প্রকার ঃ যথার্থ অনুভব বা প্রমা ও অযথার্থ অনুভব বা অপ্রমা।

৩৫। তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে যথার্থ অনুভবের লক্ষণ দিয়ছেন ঃ ‘তদ্‌বতি তৎপ্রকারকঃ অনুভবঃ যথার্থ’ অর্থাৎ যে পদার্থ যে ধর্ম বিশিষ্ট সেই পদার্থে যদি সেই ধর্ম বিশিষ্টের জ্ঞান হয়, তাহলে সেই জ্ঞান প্রমা বা যথার্থ অনুভব।

৩৬। রজতে রজতত্ব ধর্মের অনুভব হল যথার্থ অনুভব।

৩৭। প্রমার লক্ষণে ব্যবহৃত ‘তৎ’ শব্দের অর্থ হল প্রকার এবং ‘তৎবৎ’ শব্দের অর্থ হল ঐ প্রকার যাতে আছে।

৩৮। ন্যায় মতে ঘট জ্ঞানের বিষয় হল তিনটি ঃ যথা ঘট = বিশেষ্য, ঘটত্ব = বিশেষণ বা প্রকার এবং সমবায় = সংসর্গ বা সম্বন্ধ।

৩৯। আমরা যাকে প্রকার বলি, আবার তাকেই বিশেষণ বলি। কিন্তু প্রকার ও বিশেষণের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। বিশেষণ বস্তুর ধর্ম, প্রকার কিন্তু তা নয়। একটি জ্ঞানের ক্ষেত্রেই কোন কিছু কিছুর বিশেষ্য বা প্রকাররূপে জ্ঞান হয়। বিশেষ্য হল জ্ঞানের সেই অংশ যা কিছুর দ্বারা বিশেষিত হয়। আর প্রকার হল জ্ঞানের সেই অংশ যা ঐ বিশেষ্যকে অন্য বিশেষ্য হতে বিশেষিত বা পৃথক করে।

৪০। ‘অয়ং ঘটঃ’- এই অনুভবটি ঘট বিশেষ্যক ঘটত্ব প্রকারক ও সমবায় সংসর্গক অনুভব।

৪১। স্মৃতিতে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য অন্নংভট্ট যথার্থ জ্ঞানকে প্রমা না বলে যথার্থ অনুভবকে প্রমা বলেছেন। যেহেতু স্মৃতি যথার্থ ও অযথার্থ হয় এবং যথার্থ জ্ঞানকে প্রমা বললে যথার্থ স্মৃতি এক প্রকার যথার্থ জ্ঞান হওয়ায় তাতে প্রমার লক্ষণ চলে যাবে এবং অতিব্যাপ্তি হবে। কিন্তু ন্যায় মতে স্মৃতি যথার্থ বা অযথার্থ যাই হোক না কেন তা কখনোই প্রমা নয়।

৪২। প্রমার উক্ত লক্ষণটি ‘ঘটে ঘটত্বম্’ - এই প্রমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হওয়ায় অব্যাপ্তি হয়। কারণ আমরা জানি ঘটত্ব ঘটেই থাকে এবং সমবায় সম্বন্ধে থাকে। কিন্তু ঘট কখনো ঘটত্বে থাকে না। ঘট বিশেষ্য ও ঘটত্ব প্রকার হয়। আমরা এও জানি প্রকারের অধিকরণ হল বিশেষ্য, কিন্তু বিশেষ্যের অধিকরণ কখনো প্রকার হয় না। তাই অব্যাপ্তি হয়।

৪৩। এই দোষ নিবারণকল্পে অন্নংভট্ট বলেন, লক্ষণে ব্যবহৃত ‘তদ্‌বৎ’ পদের অন্তর্গত ‘বৎ’ এর অর্থ অধিকরণ নয়। ‘তৎবৎ’ এর বিবক্ষিত অর্থ হল, যেখানে যে সম্বন্ধ থাকে সেখানে সেই সম্বন্ধের অনুভব হলে, সেই অনুভবকে প্রমা বলে। ফলে ঘটত্ব যেমন ঘট সম্বন্ধী হয়, তেমনি ঘটও ঘটত্ব সম্বন্ধী হয়। ঘটত্বে ঘট না থাকলেও ঘটত্বে ঘট সম্বন্ধ থাকায় (আধেয়তা সম্বন্ধ) ‘ঘটে ঘটত্ব’ এরূপ অনুভব অবশ্যই প্রমা হবে।

৪৪। অযথার্থ অনুভবের লক্ষণ তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে এরূপ ঃ ‘তদভাববতি তৎপ্রকারকঃ অনুভবঃ অযথার্থঃ’ অর্থাৎ যে পদার্থে যে ধর্মের অভাব থাকে, সেই পদার্থকে যদি সেই ধর্ম বিশিষ্টরূপে প্রকাশিত করে, তাহলে সেই অনুভব অযথার্থ। যেমন শুক্তিতে রজত ভ্রম। শুক্তি শুক্তিত্ব বিশিষ্ট। শুক্তিতে রজতত্বের অভাব থাকে। কিন্তু শুক্তিতে যদি রজতত্ব প্রকারক অনুভব হয়, তাহলে অবশ্যই তা অযথার্থ অনুভব।

৪৫। সংযোগ একটি অব্যাপ্যবৃত্তি গুণ অর্থাৎ এই গুণটি যে অধিকরণে থাকে তার সর্বাংশ জুড়ে থাকে না।

৪৬। অপ্রমার প্রকৃত লক্ষণটি হল যাহা দ্বারা সীমায়িত অধিকরণে যে সম্বন্ধের অভাব থাকে তা দ্বারা সীমায়িত অধিকরণে সেই সম্বন্ধের জ্ঞান হলে তা অযথার্থ অনুভব বা অপ্রমা।

৪৭। যথার্থ অনুভব বা প্রমা চার প্রকার ঃ প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শাব্দ।

৪৮। এই অনুভবগুলির করণও চার প্রকার যথা ঃ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ।
৪৯। প্রমার করণকে প্রমাণ বলে।
৫০। ঘট প্রত্যক্ষ স্থলে 'এটি ঘট' - এটি প্রমা। চক্ষুরিন্দ্রিয় ও ঘটের সংযোগ (সন্নিকর্ষ) হলে ঘটের যে অনুভব তা প্রত্যক্ষ প্রমা। এই প্রত্যক্ষ প্রমার করণ হল চক্ষুরিন্দ্রিয়, তাই চক্ষুরিন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ প্রমাণ। চক্ষু হল করণ, ঘট হল বিষয় ও সন্নিকর্ষ হল ব্যাপার।
৫১। অসাধারণ কারণকে করণ বলে।
৫২। দিক, কালাদিতে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য করণের লক্ষণে অসাধারণ পদটি সন্নিবেশিত হয়েছে।
৫৩। কারণ প্রধানত দু-প্রকার ঃ সাধারণ ও অসাধারণ।
৫৪। কার্য মাত্রের প্রতি যে কারণ তা সাধারণ কারণ। আর কার্য বিশেষের প্রতি যে কারণ তা অসাধারণ কারণ।
৫৫। সাধারণ কারণ ৮ প্রকার ঃ ঈশ্বর, ঈশ্বরের জ্ঞান, ঈস্বরের ইচ্ছা, ঈশ্বরের প্রযত্ন, অদৃষ্ট, দিক, কাল ও তৎ তৎ কার্যের প্রাগভাব।
৫৬। নব্য মতে ব্যাপারবৎ অসাধারণ কারণকে করণ বলে।
৫৭। ব্যাপারের লক্ষণ হল 'তজ্জন্যতে সতি তজ্জন্য জনকত্বং ব্যাপারত্বম্' - অর্থাৎ যে পদার্থটি কারণ থেকে জাত হয়ে ঐ কারণের যে কার্য তাকে উৎপন্ন করে তাই হল ব্যাপার। যেমন বৃক্ষচ্ছেদনরূপ কার্যের ক্ষেত্রে কুঠার হল করণ, বৃক্ষচ্ছেদন হল কার্য এবং বৃক্ষচ্ছেনানুকূল উদযমননিপাতনাদি ক্রিয়া হল ব্যাপার। কারণ, উদযমননিপাতনাদি ক্রিয়াটি কুঠার থেকে উথপন্ন হয়ে ঐ কুঠারের যে কার্য অর্থাৎ বৃক্ষচ্ছেদন তাকে উৎপন্ন করায় উদযমননিপাতনাদি ক্রিয়াটি হল এই কার্যের ক্ষেত্রে ব্যাপার। ব্যাপার সর্বদা গুণ বা কর্ম পদার্থ হয়।
৫৮। প্রাচীনমতে করণের লক্ষণ হল ঃ 'ফলাযোগব্যবচ্ছিন্নং কারণম্ করণম্' - অর্থাৎ কার্য বা ফলের সহিত অযোগ না হওয়া, ব্যবচ্ছিন্ন করে যে কারণ, তাই করণ।
৫৯। নবন্যন্যায় মতে, যা ব্যাপারবৎ তাই করণ, কিন্তু প্রাচীন মতে ব্যাপারটিই করণ।
৬০। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের করণ হল ইন্দ্রিয়, আর ব্যাপার হল ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষ।
৬১। উপমিতির করণ হল সাদৃশ্য জ্ঞান, আর ব্যাপার হল অতিদেশবাক্যার্থ স্মরণ।
৬২। শাব্দবোধের করণ হল পদজ্ঞান, আর ব্যাপার হল পদার্থ স্মরণ।
৬৩। কিন্তু প্রাচীন মতানুগ হয়ে অন্নংভট্ট অনুমিতির করণ বলেছেন পরামর্শকে যা কিন্তু ব্যাপার। ব্যাপারবৎ কারণকে করণ বললে ব্যাপ্তি জ্ঞান করণ হত।
৬৪। কারণের লক্ষণ প্রসঙ্গে অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে বলেছেন, 'কার্যনিয়তপূর্ববৃত্তি কারণম্' - অর্থাৎ কার্যের নিয়মিত পূর্বে যা বিদ্যমান থাকে, তাই কারণ।
৬৫। রাসভাদিতে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য কারণের লক্ষণে নিয়ত শব্দের বাবহার হয়েছে।
৬৬। কার্যে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য কারণের লক্ষণে পূর্ববৃত্তি শব্দের ব্যবহার হয়েছে।
৬৭। তন্তুরূপেতে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য কারণের লক্ষণে একটি বিশেষণ যোগ করতে হবে তা হল ঃ অনন্যথাসিদ্ধি। সম্পূর্ণ লক্ষণটি হবে 'অনন্যথাসিদ্ধ কার্য নিয়ত পূর্ববৃত্তি কারণম্'।
৬৮। অনন্যথাসিদ্ধি কথাটির অর্থ হল অন্যথাসিদ্ধিবিরহ বা অন্যথাসিদ্ধিশূন্য। যা কার্যের কারণ হবে তা অন্যথাসিদ্ধ হতে ভিন্ন হবে, বা বলতে পারি যা কার্যের নিয়ত পূর্ববৃত্তি অথচ কারণ নয়, তা অন্যথাসিদ্ধ। যেমন তন্তুরূপ বস্ত্রের নিয়ত পূর্ববৃত্তি হলেও তা বস্ত্রের প্রতি কারণ নয়, বস্ত্ররূপের প্রতি কারণ। তাই তন্তুরূপ বস্ত্ররূপের প্রতি কারণ হলেও বস্ত্রের প্রতি অন্যথাসিদ্ধ।
৬৯। অন্নংভট্টের মতে অন্যথাসিদ্ধি তিন প্রকার ঃ যথা - ক) তন্তুরূপ ও তন্তুত্বজাতি বস্ত্রের প্রতি অন্যথাসিদ্ধ, খ) ঘটের প্রতি আকাশ অন্যথাসিদ্ধ, গ) পাকজ স্থলে গন্ধের প্রতি রূপপ্রাগভাব তৃতীয় প্রকার অন্যথাসিদ্ধ।
৭০। তর্কসংগ্রহ প্রদত্ত কার্যের লক্ষণটি হল ঃ 'কার্যং প্রাগভাব প্রতিযোগী' - অর্থাৎ কার্য হল প্রাগভাবের প্রতিযোগী।
৭১। কার্য উৎপত্তির পূর্বের অভাবকে প্রাগভাব বলে।

৭২। যার অভাব তাকে প্রতিযোগী বলে।
৭৩। যাতে অভাব তাকে অনুযোগী বলে।
৭৪। ভূতলে ঘটাভাবের ক্ষেত্রে ভুতল হল অনুযোগী এবং ঘট হল প্রতিযোগী।
৭৫। অন্নংভট্টের মতে ভাব কার্যের কারণ তিন প্রকার ঃ সমবায়ী, অসমবায়ী ও নিমিত্ত কারণ।
৭৬। অভাব কার্যের একটি কারণ, তা হল নিমিত্ত কারণ।
৭৭। ঘটধ্বংসরূপ অভাব কার্যের লাঠি ইত্যাদি নিমিত্ত কারণ।
৭৮। সমবায়ী কারণ সর্বদাই দ্রব্য পদার্থ হয়।
৭৯। অসমবায়ী কারণ সর্বদা গুণ বা কর্ম পদার্থ হয়।
৮০। যাতে বা যে আধিকরণে সমবেত হয়ে কার্য উৎপন্ন হয় তাকে সমবায়ী কারণ বলে।
৮১। কার্যের সহিত বা কারণের সহিত একই অধিকরণে বিদ্যমান থেকে যা কার্যের কারণ হয়, তাকে অসমবায়ী কারণ বলে।
৮২। সমবায়ী ও অসমবায়ী ভিন্ন কারণকে নিমিত্ত কারণ বলে।
৮৩। বস্ত্ররূপ কার্যের সমবায়ী কারণ হল তন্তু, অসমবায়ী কারণ হল তন্তুসংযোগ এবং নিমিত্ত কারণ হল তন্তুবায়, তুরী, বেমা ইত্যাদি।
৮৪। তর্কসংগ্রহ প্রদত্ত প্রত্যক্ষ প্রমার লক্ষণটি হল ঃ 'ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষজন্যং জ্ঞানং প্রত্যক্ষম্' - অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সহিত অর্থ বা বিষয়ের সন্নিকর্ষ থেকে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাকে প্রত্যক্ষ প্রমা বলে।
৮৫। লক্ষণে ব্যবহৃত ইন্দ্রিয় বলতে চক্ষুরাদি পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয় ও মন নামক অন্তরিন্দ্রিয়কে বোঝায়।
৮৬। অর্থ বলতে যে ইন্দ্রিয়ের যা গ্রাহ্য বিষয় তাকেই বুঝতে হবে।
৮৭। সন্নিকর্ষ বলতে সম্বন্ধকে বোঝায়।
৮৮। ন্যায়মতে সন্নিকর্ষ দু-প্রকার ঃ লৌকিক ও অলৌকিক সন্নিকর্ষ।
৮৯। লৌকিক সন্নিকর্ষ ছয় প্রকার ঃ সংযোগ, সংযুক্ত সমবায়, সংযুক্ত সমবেত সমবায়, সমবায়, সমবেত সমবায় ও বিশেষণ-বিশেষ্যভাব সন্নিকর্ষ।
৯০। অলৌকিক সন্নিকর্ষ বা প্রত্যাসত্তি তিন প্রকার ঃ সামান্যলক্ষণ, জ্ঞানলক্ষণ ও যোগজ প্রত্যাসত্তি।
৯১। প্রত্যক্ষের লক্ষণে অন্নংভট্ট 'ইন্দ্রয়ার্থ সন্নিকর্ষ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন অনুমিতি, উপমিতি ইত্যাদিতে প্রত্যক্ষ লক্ষণের অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য। কেননা, উক্ত শব্দটি লক্ষণে না থাকলে লক্ষণটি হত 'জ্ঞানং প্রত্যক্ষম্'। অনুমিতি ইত্যাদিও জ্ঞান হওয়ায় তাতে লক্ষণ চলে যেত ও অতিব্যাপ্তি হত।
৯২। অন্নংভট্ট কেবল অনিত্য জীবের প্রত্যক্ষকে লক্ষ্য করে লক্ষণটি দিয়েছেন। তাই ঈশ্বরীয় প্রত্যক্ষে লক্ষণের অব্যাপ্তির আপত্তি গ্রাহ্য হবে না।
৯৩। বিশ্বনাথ প্রদত্ত প্রত্যক্ষের লক্ষণটি হল 'জ্ঞানাকরণকং জ্ঞানং প্রত্যক্ষম্' - অর্থাৎ যে জ্ঞানের অন্য কোন করণ স্বীকার করা হয় না তাকে প্রত্যক্ষ বলে। অনুমিতির করণ অনুমান, উপমিতির করণ উপমান ও শাব্দবোধের করণ শব্দ। কিন্তু প্রত্যক্ষের অন্য কোন করণ স্বীকার করা হয় না।
৯৪। গঙ্গেশ প্রদত্ত প্রত্যক্ষের লক্ষণটি হল ঃ 'প্রতক্ষস্য সাক্ষাৎকারিত্ব লক্ষণম্' - অর্থাৎ প্রত্যক্ষ হল সাক্ষাৎ জ্ঞান।
৯৫। প্রত্যক্ষ প্রমা দু-প্রকার নির্বিকল্পক ও সবিকল্পক।
৯৬। প্রকার বিহীন জ্ঞানকে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ বলে।
৯৭। প্রকারযুক্ত জ্ঞানকে সবিকল্পক প্রত্যক্ষ বলে।
৯৮। যে জ্ঞানে কোন বিষয় ভাসমান হয় না তা নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ।
৯৯। যে জ্ঞানে বিশেষ্য, বিশেষণ ও সম্বন্ধকে স্পষ্টরূপে জানা যায় তা সবিকল্পক প্রত্যক্ষ।
১০০। নির্বিকল্পক জ্ঞান প্রমাও নয় আবার আপ্রমাও নয়।
১০১। নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষকে জানা যায় আনুমানের দ্বারা।

১০২। সবিকল্পক প্রত্যক্ষকে জানা যায় অনুব্যবসায়ের দ্বারা।
১০৩। চক্ষু দ্বারা ঘট প্রত্যক্ষে সংযোগ সন্নিকর্ষ, যেহেতু ঘট ও চক্ষু উভয়ই দ্রব্য পদার্থ।
১০৪। মন দ্বারা আত্মা প্রত্যক্ষে সংযোগ সন্নিকর্ষ। এখানেও মন ও আত্মা দ্রব্য পদ্যর্থ।
১০৫। আত্মার সুখ, দুঃখাদি গুণ প্রত্যক্ষে সংযুক্ত সমবায় সন্নিকর্ষ।
১০৬। সুখত্ব ও দুঃখত্ব জাতি প্রত্যক্ষে সংযুক্ত সমবেত সমবায় সন্নিকর্ষ।
১০৭। মনুষত্ব জাতি প্রত্যক্ষে সংযুক্ত সমবায় সন্নিকর্ষ।
১০৮। গতিশীল সাইকেলের গতি প্রত্যক্ষে সংযুক্ত সমবায় সন্নিকর্ষ।
১০৯। শব্দ প্রত্যক্ষে সমবায় সন্নিকর্ষ।
১১০। শব্দত্ব জাতি প্রত্যক্ষে সমবেত সমবায় সন্নিকর্ষ।
১১১। ঘটাভাব বিশিষ্ট ভূতল প্রত্যক্ষে সংযুক্ত বিশেষণতা সন্নিকর্ষ। যেহেতু অভাব এক্ষেত্রে বিশেষণ।
১১২। ভূতলে ঘটের অভাব প্রত্যক্ষে সংযুক্ত বিশেষ্যতা সন্নিকর্ষ। যেহেতু এখানে অভাবটি বিশেষ্য।
১১৩। গোলাপ ফুলের লাল রংয়ের লোহিতত্ব জাতি প্রত্যক্ষে সংযুক্ত সমবেত সমবায় সন্নিকর্ষ।
১১৪। নীলাম্বর শাড়ীর নীল রঙ্-এর সমবায়ী কারণ শাড়ী। যেহেতু শাড়ীতে সমবেত হয়ে রঙটি উৎপন্ন হয়। আর অসমবায়ী কারণ হচ্ছে তন্তুর নীল রঙ্। কারণ শাড়ীর সমবায়ী কারণ যে তন্তু তার রঙ্ই শাড়ীর রঙ্-এর অসমবায়ী কারণ।
১১৫। সম্মুখের টেবিল সম্বন্ধে আমার জ্ঞান -এর সমবায়ী কারণ আত্মা, যেহেতু আত্মাতে সমবেত হয়ে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। আর অসমবায়ী কারণ হল আত্মা ও মনের সংযোগ।
১১৬। উপাচার্যের গাড়ী - র সমবায়ী কারণ হল গাড়ীটির ইঞ্জিন, চাকা প্রভৃতি বিভিন্ন অবয়ব। আর অসমবায়ী কারণ হল ঐ অবয়বগুলির সংযোগ। উপাচার্য স্বয়ং নিমিত্ত কারণ।
১১৭। ঘটের শ্যাম রঙ্ - এর সমবায়ী কারণ হল ঘট, আর অসমবায়ী কারণ হল কপাল-কপালিকার শ্যাম রূপ।
১১৮। অগ্নির উষ্ণতার সমবায়ী কারণ অগ্নি ও অসমবায়ী কারণ অগ্নি অবয়বগত উষ্ণতা।
১১৯। বৃক্ষপত্রের পতন - এর সমবায়ী কারণ হল পত্র নিজে, অসমবায়ী কারণ হল পত্রের ভার বা গুরুত্ব।
১২০। দ্বিত্ব সংখ্যা - র সমাবায়ী কারণ হল দুটি দ্রব্য, আর অসমবায়ী কারণ হল ঐ দুটি দ্রব্যের প্রত্যেকটিতে স্থিত একত্ব সংখ্যা।

অধ্যাপক বিবকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলজ